হইল বলিয়া শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"—এই শ্লোকের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি অনুষ্ঠানে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য শ্রীভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে উপদেশ করিতেছেন। তাহা হইলে "অজ্ঞব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিবে না"—এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত ভগবান্ শ্রীঅজিতদেবের বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদকল্পনং গৌরবম্"। সেইজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ বিরোধ-পরিহারের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন—যিনি বিজ্ঞ, তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিকে অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীনজনকে কখনও কর্ম্মত্যাগের জন্য উপদেশ করিতে পারেন না। যেহেতু তিনি কোন্‌জন কর্ম্মত্যাগে অধিকারী ও কোন্‌জন কর্ম্মত্যাগে অনধিকারী, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন বলিয়াই বিজ্ঞ। অতএব তিনি কখনই অনধিকারী ব্যক্তিকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করেন না। তাহা হইলে শ্লোকে যে অজ্ঞ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যদ্যপি তৎকালে ভক্তি-মাহাত্ম্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি জন্মান্তরীর ভক্তি-সংস্কার আছে, বিজ্ঞব্যক্তিরা সেইটি অনুমান করিয়াই কর্ম্মত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়া থাকেন—এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। তাহা না হইলে অশ্রদ্দধান জনকে অনন্যভক্তি-অনুষ্ঠানের জন্য উপদেশকারীরই দোষ ঘটে। যেহেতু অশ্রদ্দধান বিমুখ ও অশ্রবণকারীকে যে ভক্তির কথা উপদেশ করা হইয়াছে, সেটি বক্ষ্যমান প্রমাণানুসারে অপরাধজনক বলিয়া শোনা যায়। অনন্তর প্রকৃত বিষয়ের অনুকরণ করা যাইতেছে। অতএব এই প্রকারে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ তিনটি সাধনের কথা এবং সেই তিন সাধনের মধ্যে কোন্‌জন কোন্ সাধনে অধিকারী, তাহার হেতুও উল্লেখ করিয়া কর্ম্মেরও যেমনভাবে ভগবৎ-সান্মুখ্যরূপত্ব হইতে পারে, শ্রীভগবান যেমনভাবে বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। অর্থাৎ যেমনভাবে অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মেরও ভগবৎসান্মুখ্যের দ্বারত্ব প্রকাশ পায়, ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীল উদ্ধবমহাশয়কে সেইরূপই উপদেশ করিয়াছেন। "হে উদ্ধব! স্বধর্মে অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নিষ্কামভাবে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর আমাকে আরাধনা করিলে স্বর্গ এবং নরকে যাইবে না—যদি নিষিদ্ধ আচরণ ও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের অতিক্রম না করে। বর্ত্তমান দেহে থাকিয়া নিষ্পাপভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে